প্রথম আলো

তারিখ AUG 11 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

এনএসইউ সফট ফেয়ার ২০০৬

শিক্ষার্থীদের জয়জয়কার

প্রতিবেদন

ডট কম প্রতিবেদক

শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণই ছিল এ মেলায় সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো। শুধু অংশগ্রহণই নয়, শিক্ষার্থীদের কোনো সংগঠন আয়োজিত এটাই দেশের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার মেলা। আর এভাবেই শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা আর তাদের উদ্ভাবিত নানা প্রকল্প দেখিয়ে শেষ হয় এনএসইউ সফট ফেয়ার ২০০৬।

৩ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং সেন্টারের প্রদর্শনী কক্ষে অনুষ্ঠিত এ মেলার আয়োজন করে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার ক্লাব (এনএসইউ সিসি)। এটা ছিল তাদের নিয়মিত বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সপ্তম আয়োজন।

৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধন করেন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী। তিন দিনের মেলায় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসহ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শিত হয়। মেলায় নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত নানা পণ্য ও সেবাকে পরিচিত করতে এসেছিল দেশের নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদের নিয়মিত পণ্য ও সেবায় ছিল মেলা উপলক্ষে বিশেষ ছাড় ও নানা সুযোগ। মেলায় বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে মোট ৩৮টি প্রতিষ্ঠান। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নানা স্টল। এসব স্টলে শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার ও নানা প্রকল্প প্রদর্শন করে।

এনএসইউয়ের মেলায় নতুন প্রযুক্তি নতুন দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করে তাদের তৈরি করা নানারকম মাইক্রোকন্ট্রোলার, পিয়ানো কি-বোর্ড, এনএসইউয়ারস টক নামের তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের (ইনস্টেন্ট ম্যাসেঞ্জার) সফটওয়্যার ও রোবট গাড়ি *স্বাধীন*। *মাইক্রো কম্পিউটার অপারেশনস* প্রকল্প নিয়ে এসেছিল ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত তিনটি প্রকল্পের অন্যতম বেশ কয়েকটি কম্পিউটারে একসঙ্গে খেলার সফটওয়্যার *কার্ড গেম*। এসএমএস করার চমৎকার একটি সফটওয়্যার নিয়ে এসেছিল ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মধ্যে ছিল *ফেস ডিটেকশন অ্যান্ড ট্রেকিং ফ্রম ভিডিও সিকোয়েন্স*, মোবাইলের জন্য *রিং ব্যাক মেসেজ* এবং মোবাইল গেম *মোবাইল ট্রিক*।

সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের পাশাপাশি ছিল আরও কিছু আকর্ষণীয় আয়োজন। এনএসইউসিসি ব্রাউজিং জোনে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা ভিড় করেছিল বিনা মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নিতে। এ ছাড়া আরেকটি আকর্ষণীয় দিক ছিল উন্মুক্ত গেমস প্রতিযোগিতা। মেলার দ্বিতীয় দিন শুক্রবার গেমারদের জন্য আয়োজন করা হয় প্লে স্টেশন টু গেমস প্রতিযোগিতা। এতে ১২৮ জন গেমার অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে ৩২ জন মনোনীত হন মেলার শেষ দিনের চূড়ান্ত পর্বে। সেখান থেকে নকআউটের জমজমাট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ নির্বাচন করে তাদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

৫ আগস্ট পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সফট ফেয়ার ২০০৬। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী। মেলায় অংশগ্রহণকারী পাঁচটি সেরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের সেরা তিনটি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় করপোরেট বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড ও খানজাহান আলী কম্পিউটারস। সফটওয়্যার ও সেবা বিভাগে প্রথম পুরস্কার পায় বিডিকম অনলাইন লিমিটেড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে স্ফুরণ টেকনোলজি ও ইনফ্রা বু টেকনোলজি। শিক্ষার্থীদের তৈরি করা নানা প্রকল্পের মধ্যে প্রথম হয়েছে ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের *মাইক্রো কম্পিউটার অপারেশনস* প্রকল্প। প্রকল্পটি তৈরি করে ইফতেখার মোহাম্মদ খন্দকার, আনোয়ার হোসেন ও জান্নাতুল ফেরদৌস। এ বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎক্ষণিক চেহারা শনাক্তকরণ প্রকল্প *ফেস ডিটেকশন অ্যান্ড ট্রেকিং ফ্রম ভিডিও সিকোয়েন্স* এবং নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবট গাড়ির প্রকল্প *স্বাধীন*। এ মেলার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।